বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের Right to Information (RTI) সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ২০১০ সনের ৪২ নং আইন অনুযায়ী গঠিত একটি সংস্থা। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং উহার উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেজা সৃষ্টি হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" পাস করেছে। আইনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে "তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯" প্রণীত হয়েছে। তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করার অন্যমত শর্ত। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর তথ্য জনগণের কাছে বিশেষ করে বিনিয়োগকারীদের নিকট উন্মুক্ত হলে এ সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হবেন। এতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে বেজা তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ব্যবস্থাপক (অর্থ ও বাজেট)-কে নিয়োগ প্রদান করেছে।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধিঃ

(ক) তথ্যের জন্য কারও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(অ) আবেদন গ্রহণ ও "তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯" বিধি-৩ অনুসারে আবেদনপত্র গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকার করবেন;

(আ) অনুরোধকৃত তথ্য "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" ধারা ৯ ও "তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯" এর বিধি-৪ অনুসারে যথাযথভাবে সরবরাহ করবেন;

(ই) তথ্য প্রদানে অপরাগতার ক্ষেত্রে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" ধারা-৯(৩) ও "তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯" বিধি-৫ অনুসারে যথাযথভাবে অপরাগতা প্রকাশ করবেন। অপরাগতার কারণ "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯"-এর সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

(ঈ) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" ধারা ৯(৬)(৭) ও "তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯" বিধি-৮ অনুসারে উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন;

(উ) কোন অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" ধারা ৯(৮) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(খ) "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরম্যাট/ফরম 'ক' সংরক্ষণ ও কোনো নাগরিকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহ;

(গ) আবেদন ফরম পূরণে সক্ষম নয়, এমন আবেদনকারীকে আবেদন ফরম পূরণে সহায়তা;

(ঘ) কোনো নাগরিকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে সহায়তা;

(ঙ) সঠিক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে ভুল করেছে, এমন আবেদনকারীকে সঠিক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে সহায়তা;

(চ) কোন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তথ্য পেতে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন;

(ছ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর সংঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হচ্ছে কি না তা নির্ধারণে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

(জ) "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯"-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে সহায়তা করা; এবং

(ঝ) তথ্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ আবেদনকারীর যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংকলন, তথ্যের মূল্য আদায়, হিসাবরক্ষণ ও সরকারি কোষাগারে জমাকরণ এবং কর্তৃপক্ষ বা তথ্য কমিশনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা ইত্যাদি।

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগঃ

(১) বদলি বা অন্য কোন কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর ছুটি প্রতিভূ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

আপিলঃ

(ক) কোন ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে কিংবা দায়িত্বাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত মূল্য ধার্য বা গ্রহণ করলে উক্ত সময়সীমার অতিক্রান্ত হবার, বা ক্ষেত্রমতে, নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন।

(খ) আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেননি, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপিল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন।

আপিল নিষ্পত্তিঃ

(১) আপিল কর্তৃপক্ষ কোনো আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন-

(ক) দায়িত্বাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার শুনানি গ্রহণ;

(খ) আপিল আবেদনের উল্লিখিত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তিসমূহ বিবেচনা; এবং

(গ) প্রার্থির তথ্য প্রদানের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদানকারী উইং যুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট উইং সমূহের শুনানি গ্রহণ।

(২) আপিল আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ-

(ক) উপানুচ্ছেদ (১)-এ উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ প্রহণপূর্বক তথ্য সরবরাহ করা জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবেন; অথবা

(খ) তাঁর বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপিল আবেদনটি খারিজ করতে পারবেন।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্বাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(ক) যত দ্রুত সম্ভব প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করবেন। তবে এই সময় "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯"-এর ধারা ২৪(৪)-এ নির্দেশিত সময়ের অধিক হবে না; অথবা

(খ) ক্ষেত্রমতে তিনি তথ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকবেন।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ স্বচ্ছতা এবং তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ-

- তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য বেজা'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বেজা'র ওয়েবসাইটে আবেদন ফরম আপ-লোড করা হয়েছে।
- বেজা'র কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য বেজা'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বেজা'র আইন, বিধিমালা, ডেভেলপার নিয়োগ গাইড লাইন, আবেদন ফরম ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেজা'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

বেজা ভিন্নধর্মী বিনিয়োগ বান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিনিয়োগকারীদেরকে সকল তথ্য স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে প্রদান করতে বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমসহ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বেজা'র গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে বেজা'র কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে হতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। তবে বেজা'র কার্যক্রম বিষয়ে যে কোন দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী/প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রচার মাধ্যমসহ যে কোন ব্যক্তি/জনগোষ্ঠির চাহিত তথ্য বেজা'র কর্মকর্তাগণ তাৎক্ষনিকভাবে সরবরাহ করে আসছে। সে কারণে সম্ভবতঃতথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাওয়া যায়নি।

নিম্নে বিগত বৎসরের "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" অনুযায়ী বেজা'র বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলোঃ-

* তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা: কোন আবেদন পাওয়া যায়নি।
* অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছে উহার বিবরণ: প্রযোজ্য নয়।
* দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল: প্রযোজ্য নয়।
* কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ: প্রযোজ্য নয়।
* কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সংগৃহীত উপযুক্ত মূল্যের পরিমাণ: প্রযোজ্য নয়।
* এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ: প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

(মোঃ শোয়েব)
ব্যবস্থাপক (অর্থ ও বাজেট)
ও
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা